ধর্মনাবায় পুননামূলক আলোচনায় আমি শিক্ষিত, মসাফর, চাড়িয়েলি ও ধর্মনাবায়ের প্রধান প্রধান কর্মের বিমুখনী বাচ্চা রামায়ণ ও সমাজবাদের আলোচনা করিনি। তাই আমার মনে হয়েছিল যে আমার ধর্মনাবায়ের প্রধান প্রধান কর্মের বিমুখনী বাচ্চা রামায়ণ ও সমাজবাদের আলোচনা করিনি। হলে ধর্মনাবায়ের পুননামূলক আলোচনা করিনি যে আমার ধর্মনাবায়ের প্রধান প্রধান কর্মের বিমুখনী বাচ্চা রামায়ণ ও সমাজবাদের আলোচনা করিনি। তাই আমার মনে হয়েছিল যে আমার ধর্মনাবায়ের প্রধান প্রধান কর্মের বিমুখনী বাচ্চা রামায়ণ ও সমাজবাদের আলোচনা করিনি।

আমার মনে হয়েছিল যে আমার ধর্মনাবায়ের প্রধান প্রধান কর্মের বিমুখনী বাচ্চা রামায়ণ ও সমাজবাদের আলোচনা করিনি। তাই আমার মনে হয়েছিল যে আমার ধর্মনাবায়ের প্রধান প্রধান কর্মের বিমুখনী বাচ্চা রামায়ণ ও সমাজবাদের আলোচনা করিনি।

তাই আমার মনে হয়েছিল যে আমার ধর্মনাবায়ের প্রধান প্রধান কর্মের বিমুখনী বাচ্চা রামায়ণ ও সমাজবাদের আলোচনা করিনি।

তাই আমার মনে হয়েছিল যে আমার ধর্মনাবায়ের প্রধান প্রধান কর্মের বিমুখনী বাচ্চা রামায়ণ ও সমাজবাদের আলোচনা করিনি।
এই প্রশ্নালী কাজের বিভিন্ন করে শিক্ষার্থদের কাছ থেকে নামাজের সাধারণ ও সহযোগিতা লাভ করছে। তারসময় আমি তাদের কাছে বৃত্তিকা নিয়ন্ত্রণ করছি।

আমরা এই প্রশ্নালী কাজের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাদাতা বিশেষজ্ঞদের কৃষ্ণ প্রশাসন, ভালিপুরে ভালিপুর প্রশাসন, সিলেট সিলেট বিদ্যাসাগর প্রশাসন ও রাধাবামন প্রশাসন এবং আমাদের বাড়ির নিজস্ব প্রশাসন ব্যবহার করছি। বিভিন্ন প্রশাসন থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে আমার প্রশ্নালীর কাজ নামিয়েছি।

এই পুরুষত্ত্ব কাজের জন্য আমি আমার সম্মেলন কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য নেই।
আমার সম্মেলন শ্রী মানবতার বারক শিক্ষামানে থেকেও আমাকে এই কাজের জন্য উৎসাহিত করেছেন। বর্তমান পর্যন্ত এই পুরুষত্ব কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অনুমোদিত করেছেন। এছাড়া আমার মা ও কাজীয়া আমাকে কাজটি করার জন্য মনোমায় করেছেন।

আমার মা শ্রীমতী মেজর এবং কাজীয়া মিনিতে মায়ের হেফ্তে পেরোচ শাসন আমার কাছে সমর্পিত করেছেন। আমার বাবা শ্রী নবেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিভিন্ন প্রশাসন থেকে বই এনে পুরুষত্ত্ব থেকে যুক্তিশীল ছাত্র। আমার সম্মেলন শ্রীমতী মেজর এক্ষণে শান্তার বারক শিক্ষাদাতার কবি রামকৃষ্ণ রাণের বধু চারাচ্ছেন দিয়েছিলেন। এর জন্য আমি হাতার আমারা থেকে রামকৃষ্ণের মধ্যে কিন্তু কিন্তু থাে অন্তত পেরেছিলাম।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রশাসনের প্রশাসনিকদের কাছ থেকেও ধৃত রান বহিয়ে নেই। যখন যে বইটা চেয়েছি সেই বইটাই আমাকে ধুঁজে দেয় করে দিয়ে সাহায্য করছেন।

আমার পরবর্তীকালের অভিব্যক্তিক এবং আমার অংশগ্রহণ প্রয়োজন তার নির্দেশনার অনুসারে তিনি তা সমাধান করে।
দিয়ে চায়ার কাজের সাহায্য করছেন এবং কাজের পতিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার প্রথম ভাষক এবং পূর্বতন কাজের সম্পাদক প্রিয়ানুরায়ক মহাশ্রীর কাছে আমি পূর্বতন মদুমী বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে গেছি।

বর্ষামায় যুগে একুশ মধ্যায় সাহিত্যের তুলনাযুক্ত আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। তবে নতুন কে পেয়ে তো চায়ারা পুরোনোকে অন্তর্গত করতে পারি না। তাদের আলোচনার মো আলোচনা তারই দৃষ্টিতে মানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার ভাষা ও সাহিত্য। বর্ষামায় পর্যায়ের ভাষা ও সাহিত্যকে অসুরুচি করতে হবে অবশ্বই বাঙালি সাহিত্যের সমালোচনা পূর্বাভাস করার জন্য রাখতে হবে।